১১শ বর্ষ] শুক্রবার, ১লা মার্চ্চ, ১৯৪০, ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৪৬ [৫ম সংখ্যা

আমাদের কথা

হারমোনিয়ম বর্জ্জন

১লা মার্চ্চ থেকে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সমস্ত কেন্দ্র থেকেই হারমোনিয়ম বর্জ্জন করা হ'লো। আমরা এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার আলোচনা করেছি। আপাতদৃষ্টিতে দেখ্‌লে এ সম্বন্ধে অনেক সংশয়ই মনে জাগে কিন্তু হারমোনিয়ম বাদ দিয়ে গান গাওয়া যে গায়ক-গায়িকাদের দুঃসাধ্য হবে, আমরা এমনটি মনে করি না। বরং দু'একদিনের গানের আসরে পরীক্ষামূলক ভাবে হারমোনিয়ম বর্জ্জন ক'রে দেখেছি—এ কার্য্য সুরেলাকণ্ঠ সঙ্গীত-শিল্পীদের পক্ষে আদৌ আয়াস-সাধ্য হবে না। এদেশের পল্লীসঙ্গীত কীর্ত্তন প্রভৃতিতে হারমোনিয়ম এতদিন অনধিকার-প্রবেশ ক'রে এসেছে, ধ্রুপদ-খেয়ালেও হারমোনিয়ম-সঙ্গৎ কেহই বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। ঠুংরী, গজল গানও সারেঙ্গী-সঙ্গতে বিশেষ উপভোগ্য হ'য়ে উঠে। তাঁহ'লে একমাত্র চিন্তার কারণ আধুনিক বাংলা গান নামে যে শ্রেণীর সঙ্গীত প্রচলিত, একমাত্র তার জন্যই। কিন্তু গায়ক গায়িকার কণ্ঠ যদি সুর-সমৃদ্ধ হয়, তা'হলে বিনা হারমোনিয়মের সাময়িক অস্বচ্ছন্দতা দূর করতে তাঁদের আদৌ বিলম্ব হবে না। স্বল্পদিন তানপুরার সঙ্গে কণ্ঠ-সাধনা করলে সে আড়ষ্টতা সম্পূর্ণরূপে বিদূরীত হবে। রবীন্দ্রনাথের গান বাংলার বিশিষ্ট ধারা-সম্মত এবং বহুজনপ্রিয় সঙ্গীত। কিন্তু যেখান থেকে এই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের উদ্ভব—কবিগুরুর সেই সাধন-ক্ষেত্রের কোনও সঙ্গীতানুষ্ঠানেই হারমোনিয়মের প্রবেশাধিকার নাই। কবি বহু বৎসর পূর্ব্ব থেকেই হারমোনিয়ম যন্ত্রটিকে ভারতীয় সঙ্গীতের পরিপন্থী ব'লে মনে করেছিলেন। তিনি অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর এই হারমোনিয়ম বর্জ্জন সংবাদ জ্ঞাত হ'য়ে আমাদের কলিকাতা কেন্দ্রের সহকারী ষ্টেসন ডাইরেক্টর মিঃ এ, কে, সেন মহাশয়কে নিম্নলিখিত পত্রখানি দিয়েছেন।

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
January 19/21, 1940

Ref.D.O.GC/1414 dated 17.1.40

Dear Asoke,

I have always been very much against the prevalent use of the harmonium for purposes of accompaniment in our music and it is banished completely from our asrama. You will be doing a great service to the cause of Indian music if you can get it abandoned from the studios of the All India Radio.

Yours sincerely,

Rabindranath Tagore

Sj. Ashoka K. Sen,
All India Radio,
1 Garstin Place,
Calcutta.

কবির এই উৎসাহ বাণী আমাদের নবীন উদ্যমে অনেক অনেকখানি শক্তি-সঞ্চার করেছে। আশা করি, আমাদের শ্রোতৃবৃন্দ ও শিল্পীদের কাছ থেকেও সম্পূর্ণ সাহচর্য্য পেতে আমরা বঞ্চিত হব না।

—

লাইসেন্স্ করার নূতন নিয়মাবলী

ভারত সরকার বেতার গ্রাহক যন্ত্রের লাইসেন্সের নূতন নিয়মাবলী গঠন করেছেন। এই সকল নিয়মানুসারে, কোনো ব্যক্তি যদি কার্য্যকারী লাইসেন্স্ ব্যতিরেকে বেতার গ্রাহক-যন্ত্র চালায়, কিংবা লাইসেন্সের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পরও যদি ঐ রকম যন্ত্র চালানো হয়, তা'হলে ঐ ব্যক্তিকে বাড়ীর বেতার যন্ত্রের লাইসেন্স্ পক্ষে অতিরিক্ত ২০৲ টাকা আর ব্যবসায় ক্ষেত্রের বেতার লাইসেন্স্ পক্ষে আরও ৫০৲ টাকা দণ্ড দিতে হইবে। গ্রাহকদের অবগতির জন্য নিয়মগুলি নিম্নে লিখিত হলো :—

[১] এই নিয়মাধীনে যদি বিষয় বস্তুর মধ্যে বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন কিছু না থাকে :—

(অ) 'এই আইন' ('the Act') অর্থে ভারতীয় টেলি-গ্রাফ আইন, ১৮৮৫ (১৮৮৫-এর ১৩ বিধি) ;

(আ) লাইসেন্স্-কর্ত্তৃপক্ষ অর্থে ১৮৫৮ (১৮৮৫-এর ১৩ বিধি) ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইনে গঠিত টেলিগ্রাফ কর্ত্তৃপক্ষ বোঝায়, অর্থাৎ, পোষ্ট্ ও টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরিচালক।

[২] এই সকল নিয়মের সর্ত্ত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের হ'য়ে বা তার পক্ষ থেকে বেতার যন্ত্র ব্যবহারকারী রাজকর্ম্মচারী ভিন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বেতার যন্ত্র গ্রহণ, বা চালন-কার্য্যে লাইসেন্স্ করতে হ'বে।

৩। এই নিয়মাধীনে লাইসেন্স্ করার আবেদন লাইসেন্স কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদিত বিধান-মত করা দরকার।

৪। যে-ক্ষেত্রে যেমন দরকার সেইমত লাইসেন্স্ কর্ত্তৃপক্ষ-কর্ত্তৃক মনোনীত ফরমে লাইসেন্স্ প্রার্থীদের প্রদান করা হ'বে।

৫। লাইসেন্স্ যে-মাসে প্রদত্ত হ'বে সেই মাসের পয়লা থেকে আরম্ভ হ'য়ে বারোটি ক্যালেণ্ডার মাস ব্যাপী বলবৎ থাক্‌বে।

৬। লাইসেন্সের প্রকার ও ব্যবহার বিভেদে লাইসেন্সের টাকা স্থিরীকৃত হ'বে,—আর দেয় অর্থের পরিমাণ লাইসেন্স্ কর্ত্তৃপক্ষ যথা সময়ে নির্দ্দেশ ক'রে দেবেন।

৭। যে-স্থলে উক্ত নিয়মে লাইসেন্স্ দেওয়া হয়, অথচ কোনো কারণে যদি সে লাইসেন্স্‌টি হারিয়ে যায় বা হঠাৎ নষ্ট হ'য়ে যায়, লাইসেন্স্ কর্ত্তৃপক্ষ এ-বিষয়ে অসন্দিগ্ধ হ'লে—দুই টাকা মূল্য ধ'রে নিয়ে লাইসেন্স্-অধিকারীকে আবার একটি লাইসেন্স্ মঞ্জুর ক'র্‌তে পারেন।

৮। এই নিয়মানুবর্ত্তিতায় প্রদত্ত লাইসেন্স্ হাত-বদল হ'তে পার্‌বে না।

৯। লাইসেন্সের পুরোপুরি ব্যবহারে অক্ষমতার জন্য লাইসেন্স্-অধিকারীকে এই নিয়মানুসারে লাইসেন্সের টাকা ফেরৎ দেওয়া হ'বে না।

১০। নির্দ্দিষ্ট নিয়মে যে সকল লাইসেন্স্ প্রদত্ত হ'বে—সেগুলি লাইসেন্স্-কাগজে ও তা'র উল্‌টো পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ সর্ত্তসমূহে বাধ্য থাকবে।

১১। লাইসেন্স্ কর্ত্তৃপক্ষ চলতি-লাইসেন্সের কালে লাইসেন্স-পত্রে-লিখিত বাড়ীর ঠিকানা লাইসেন্স-অধিকারীর আবেদন-প্রাপ্ত বদ্‌লে দিতে পারেন। এই ঠিকানা-পরিবর্ত্তনের আবেদনের সঙ্গে লাইসেন্স্‌পত্র সংশোধনের জন্যে যুক্ত থাকা দরকার।

১২। (অ) লাইসেন্স কর্ত্তৃপক্ষ লিখিত আদেশ নিয়ে এই নিয়মাধীনে ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত ক'রতে পারেন।

(আ) এই সকল ইন্‌স্পেক্টর যে কোনো ব্যক্তির অধিকৃত উক্ত বেতার টেলিগ্রাফী যন্ত্র পরিদর্শন ক'র্‌তে সমর্থ', এবং সেই ব্যক্তি যতদূর সম্ভব ইন্‌স্পেক্টরের প্রয়োজন মত বৃত্তান্ত দিতে বাধ্য,—যথা—অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে তাঁ'র বেতার যন্ত্রটি স্থানান্তরিত হ'লে সেই ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা, কিংবা কোথা থেকে যন্ত্রটি পেয়েছেন—তা'র পরিচয়।—

(ই) এই নিয়মানুবর্ত্তী লাইসেন্স-ধারীগণকে এরূপ ইন্‌স্পেক্টরের দাবীতে তা'র পরিদর্শনের জন্যে লাইসেন্স্-পত্র দেখাতে হবে।